আমরা বাইবেলে বিশ্বাস করতে পারি

যে বিদ্রোহী দল ব্রিটিশ জাহাজ বাউন্টিকে ডুবিয়ে ধবংস করে দিয়েছিলেন তারা সহচরী স্ত্রীলোকদের সঙ্গে দক্ষিণ প্রশান্ত মহাসাগরীয় পিটকৈরন নামক এক নির্জন দ্বীপে বসতি স্থাপন করেছিলেন । ঐ দলে ছিলেন নয়জন ব্রিটিশ নাবিক, ছয়জন তাহিতীয় লোক, দশজন তাহিতীয় স্ত্রীলোক ও একজন পনেরো বৎসরের কিশোরী । নাবিকদের একজন মাদক তৈরির কৌশল আবিষ্কার করেন, আর অতি শীঘ্রই সমস্ত দ্বীপ উপনিবেশকে মাদকতা কলুষিত করে ফেলে । নারী এবং পুরুষের লড়াই একটা ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি করে ।

ঐ দ্বীপে কিছুদিন পর আসল লোকদের একজন বেঁচে ফিরেছিলেন । আর আলেকজান্ডার স্মিথ নামক ঐ ভদ্রলোক জাহাজ থেকে আনা একটি সিন্দুকের মধ্য থেকে একটি বাইবেল আবিষ্কার করেন । তিনি বইটি পড়া শুরু করেন এবং তার বাণী অন্যদের শিক্ষা দিতে থাকেন । এইরকম করতে করতে তার জীবন সম্পূর্ণ বদলে যায়, আর শেষ পর্যন্ত ঐ দ্বীপের সকলেই মন পরিবর্তন করেন ।

১৮০৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের জাহাজ টোপাজ ঐ দ্বীপে পৌছানোর আগে পর্যন্ত ঐ দ্বীপবাসীগণ সম্পূর্নরূপে বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিলেন । এই জাহাজের নাবিকগণ দেখলেন যে, ঐ দ্বীপটি সমৃদ্ধিশালী ও উন্নত । সমাজে কোনো হুইস্কি, জেল বা অপরাধের চিহ্নমাত্র নেই । ঈশ্বর পৃথিবীকে যে অবস্থায় দেখতে চান, দ্বীপটি আজ তার দৃষ্টান্তস্বরূপ । বাইবেল দ্বীপটিকে পৃথিবীর বুকে নরককুন্ড থেকে সম্পূর্ণ পরবর্তিত করেছে । দ্বীপটি আজ ও সেই ঐতিহ্য বহন করে ।

এখনও কী ঈশ্বর বাইবেলের পাতায় পাতায় কথা বলেন ? নিশ্চয়ই । আমিই কথা লেখার সময় আমাদের একটি বাইবেল কোর্সের ছাত্রের প্রেরিত উওরপত্রে দৃষ্টি দিয়েছিলাম । নীচের এক জায়গায় লেখা ছিল,''আমি এখন কারাগারে, মৃতুর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে, একটা অপরাধের জন্য মৃত্যুদন্ডে দন্ডিত । এই বাইবেল কোর্স পাওয়ার পূর্বে আমি হারিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু এখন আমরা সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথ আসছে, আমি এক নতুন ভালোবাসার সন্ধান পেয়েছি ।''

বাইবেলে মধ্যে এমন এক শক্তি আছে যা আপনা থেকেই মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করে দেয় । যখন মানুষ সত্যই বাইবেল পাঠ শুরু করে, জীবন নাটকীয়ভাবে বদলে যায় ।

১।

পৃথিবীর প্রথম মানব-মানবী আদম ও হবাকে সৃষ্টি করার পর ঈশ্বর তাদের সঙ্গে সামনা-সামনি কথা বলতেন । কিন্তু তার পাপ করার পর ঈশ্বর যখন তাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, ঐ দম্পতি কি করলেন ?

''পরে তার প্রভু ঈশ্বরের রব শুনতে পেলেন, তিনি দিবাবসানে উদ্যানে গমনাগমন করছিলেন, তাতে আদম ও তার স্ত্রী প্রভু ঈশ্বরের সম্মুখ থেকে উদ্যানস্থ বৃক্ষসমূহের মধ্যে লুকালেন ।'' আদি ৩ : ৮

পাপ ঈশ্বরের সঙ্গে মুখোমুখি যোগাযোগ বিঘ্ন ঘটায় ।

এই জগতে পাপ প্রবেশের পর ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে কীভাবে কথা বলেন ?

''নিশ্চয়ই প্রভু ঈশ্বর আপনার দাস ভাববাদিগণের নিকটে আপন গূঢ় যন্ত্রণা প্রকাশ না-করে কিছুই করেন না ।'' আমোষ ৩ : ৭

জীবন ও তার অর্থের বিষয়ে ঈশ্বর আমাদের অন্ধকারে ফেলে রাখেননি । তাঁর ভাবাদিগণের মাধ্যমে -- যাদেরকে ঈশ্বর কথা বলতে ও লেখার কাজের জন্য আহ্বান করেছিলেন--জীবনের জটিল প্রশ্নাবলি প্রতি তাঁর উওর প্রকাশ করেছেন ।

২।

ভাববাদিগণ যখন বেঁচেছিলেন, তারা কথা ও লেখনীর দ্বারা ঈশ্বরের বার্তা ঘোষণা করতেন, আর তারা যখন মরে গেলেন, তাদের লেখাগুলো রয়ে গেল । ঈশ্বরের পরিচালনায় এই সকল ভাববাদীর সুসমাচারগুলি সংগৃহীত হল একটি পুস্তকের আকারে, ঐ পুস্তকটিকে আমরা বাইবেল বলি ।

কিন্তু তাদের লেখাগুলি কতটা নির্ভরযোগ্য ?

''তবে সবকিছুর উপরে এই কথা মনে রেখো যে, শাস্ত্রীয় ভাববাণী বক্তার নিজ ব্যাখ্যার বিষয় নয়, কারণ ভাববাণী কখনও মানুষের মনগড়া কথা নয়, কিন্তু মানুষেরা পবিত্র আত্মা দ্বারা চালিত হয়েই ঈশ্বরের দেওয়া কথা বলেছেন ।''
- পিতর ১ : ২০, ২১

বাইবেলের লেখকগণ নিজেদের ইচ্ছা বা বাসনা অনুসারে লেখেননি, কিন্তু তারা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত ও অনুপ্রাণিত হয়েই সবকিছু লিখেছেন । বাইবেল ঈশ্বরের নিজের বই ।

ঈশ্বর বাইবেলে নিজের কথা বলেছেন এবং মানবজাতির জনম্য তাঁর উদ্দেশ্যের প্রকাশ করেছেন । এই পুস্তকে ঈশ্বরের অতীত পরিকল্পনা প্রদর্শিত হয়েছে এবং ভবিষ্যতের কথা প্রকাশিত হয়েছে । এতে দেখানো হয়েছে কীভাবে অন্তিমে মন্দতার সমাধান করা হবে এবং কীভাবে আমাদের এই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে ।

সমগ্র বাইবেলটিই কি ঈশ্বরের বার্তা ?

''পবিত্র শাস্ত্রের প্রত্যেকটি কথা ঈশ্বরের কাছ থেকে এসেছে এবং তা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন এবং সৎ কাজ করার জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত হতে পারে ।''
- ২ তীম ৩ : ১৬, ১৭

পবিত্র বাইবেল এত গভীরভাবে মানবজাতিকে প্রভাবিত করার কারণ ‘‘সমগ্র’’ বাইবেল হচ্ছে ‘‘ঈশ্বর-নিশ্বসিত’’ প্রেরণাত্মক প্রমাণপত্র, ঈশ্বরের নিজস্ব বই ।

ভাববাদিগণ যা দেখেছেন ও শুনেছেন সেগুলি মানুষের ভাষায় প্রকাশ করেছেন, কিন্তু তাদের বার্তা এসেছে সরাসরি ঈশ্বরের কাছ থেকে । তাহলে যদি আপনি জীবনের অর্থ জানতে চান, পবিত্র শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করুন । বাইবেল পাঠ আপনার জীবনধারা বদলে দেবে । প্রার্থনা সহকারে আপনি যতই এটি পড়বেন, মনে ততই শান্তির আস্বাদ পাবেন ।

যে পবিত্র আত্মা বাইবেল লিখতে ভাববাদীদের অনুপ্রাণিত করেছিলেন, যদি আপনি আপনার বাইবেল পাঠে তাঁকে আমন্ত্রণ জানান, তিনিই আপনার বাইবেল শিক্ষা, সুসমাচার তত্ত্ব ও জীবনধারার পরিবর্তন সাধন করবেন ।

৩।

প্রকৃতপক্ষে বাইবেল ছেষট্টিটি পুস্তক সম্বলিত একটি গ্রন্থাগার । পুরাতন নিয়মের ঊনচল্লিশটি পুস্তক১৪৫০ খ্রিঃ পূঃ থেকে ৪০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ের মধ্যে রচিত

হয়েছিল, আর নতুন নিয়মের সাতাশটি পুস্তক ৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।

১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কিছু আগে মোষি বাইবেলের প্রথম পাঁচটি ব ই লেখা শুরু করেন । প্রেরিত যোহন বাইবেলের শেষ পুস্তক প্রকাশিত বাক্য, আনুমানিক ৯৫ খ্রিস্টাব্দে লেখেন । বাইবেলের প্রথম বই এবং শেষ বইয়ের রচনাকালের মধ্যবর্তী ১৫০০ বছর যাবৎ আরও প্রায় ৩৮ জন অনুপ্রাণিত লেখক তাদের অবদান রেখেছেন । তাদের মধ্যে কেউ কেউ ব্যবসায়ী, অন্যেরা রাখাল, জেলে, সৈনিক, চিকিৎসক, প্রচারক, রাজা -- সকল রকম পেশার মানুষ । তারা ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতি ও মতের মধ্যে বাস করতেন ।

কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্য এই ১,১৮৯টি অধ্যায় বিশিষ্ট ৩১,১৭৩টি পদ সম্বলিত বাইবেলের ৬৬টি পুস্তক যখন একসঙ্গে গ্রথিত হল, আমরা তার মধ্যে পেলাম একটা সম্পূর্ণ ঐক্যতান ও সংহতির সুসমাচার ।

মনে করুন এক ভদ্রলোক আপনার দরজায় টোকা দিলে আপনি তাকে ভিতরে ডাকলেন । লোকটি কোনো কথা না বলে একটা অমসৃণ পাথর আপনার ঘরের মেঝেয় রেখে চলে গেলেন । এইভাবে ক্রমান্বয়ে চল্লিশ জন লোক একইভাবে তাদের পাথর রেখে চলে গেলেন ।

শেষ লোকটি প্রস্থান করার পর, আপনার সামনে একটা মনোহর প্রস্তরমূর্তি দেখে আপনি আশ্চর্য হয়ে গেলেন । তারপর আপনি বুঝলেন যে, ''স্থপতিদের'' অনেকেই একে অপরকে চেনেন না, দক্ষিণ আমেরিকা, চীন, রাশিয়া, আফ্রিকা এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসে তারা নিজস্ব কাজটুকু করে গেছেন । এর মূলতত্ত্ব কি ? একজন মুর্তিটির পরিকল্পনা করে দক্ষতা অনুযায়ী যথোপযুক্ত লোকদের তিনি ক্রমান্বয়ে প্রেরণ করেছিলেন ।

বাইবেল সামগ্রিকভাবে একটি সামঞ্জস্যপূর্ণ সুসমাচার--ঠিক ঐ সুসম্পূর্ণ প্রস্তরমূর্তির মতো । একজনের মন এর পরিকল্পনা করেছেন, সেই মন ঈশ্বরের । বাইবেলের অসাধারণ ঐক্য থেকে প্রমাণ পাওয়া যায় যে, যদিও ভাবনাগুলি মানুষের মাধ্যমে লেখা, সেগুলি ঈশ্বরের দ্বারা অনুপ্রাণিত।

৪।

১. বাইবেলের সংরক্ষণ অসাধরণ বাইবেলের সমস্ত প্রাচীন অনুলিপিই হাতে লেখা --ছাপাখানা সৃষ্টির অনেক আগের কথা । মূল অনুলিপি থেকে লেখকগণ হুবহু নকল করে সেগুলি বিতরণ করতেন ।

এইরকম অনুলিপি বা তা অংশের হাজার হাজার কপি আজও সংরক্ষিত আছে।

যীশু খ্রিস্টের জন্মের ১৫০-২০০ বৎসর আগের লেখা হয়েছে । এটা পরম বিস্ময় যে দুই হাজার বছর আগের লিপি-কাগজের লেখা আর আজকের মুদ্রিত বাইবেলের লেখা হুবহু এক । কেন বাইবেল ঈশ্বরের বাক্য, এটা তার জবরদস্ত প্রমাণ ।

প্রেরিতগণ নতুন নিয়মের অধিকাংশ পত্রই ক্রিস্টের মৃত্যু ও পুনরুত্থানের পরে প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন মন্ডলীকে লেখেন । নতুন নিয়মের ৪৫০০ এর বেশি পান্ডুলিপি সামগ্রিক ও আংশিকভাবে ইউরোপ ও আমেরিকার বিভিন্ন প্রখ্যাত যাদুঘরে ও গ্রন্থাগারে এখন প্রদর্শিত হচ্ছে । তাদের মধ্যে কয়েকটি দ্বিতীয় শতাব্দীর লেখা । প্রাচীন এই অনুলিপিগুলির সঙ্গে আজকের দিনের বাইবেলের তুলনা করলে, আমরা স্পষ্টই দেখতে পাই যে নতুন নিয়ম ও আদি রচনার সঙ্গে সম্পূর্ণ বিকৃত অবস্থায় বিদ্যমান । আজ বাইবেল বা তা অংশ ২,০৬০ টির বেশি ভাষা ও উপভাষায় অনুদিত হয়েছে । এই বই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি বিক্রী হয় প্রতিবছর ১৫ কোটির উপর বাইবেল এবং বাইবেলের খন্ড বিক্রীত হয় ।

২. বাইবেলের ঐতিহাসিক সত্যতা অসাধারণ । অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কার বাইবেলের যথার্ততা নাটকীয়ভাবে প্রমাণ করেছে । ঐতিহাসিকগণ মৃত্তিকা-ফলক এবং প্রস্তর-ফলকের উপর এমন সব নামধাম ও ঘটনা পেয়েছেন যা বকেবল বাইবেলের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল ।

দৃষ্টান্তস্বরূপ, আদিপুস্তক ১১.৩১ পদ অশনুসারে, অব্রাহাম ও তার পরিবার ‘‘কনান দেশের উদ্দেশ্যে কলদীয় দেশের উর হতে যাত্রা করেন ।’’ কেবলমাত্র বাইবেলে উর নগরীর কথা ছিল বলে অনেক পন্ডিত মন্তব্য করেছিলেন যে, উর বলে আদৌ কোনো নগর ছিল না তারপর প্রত্নতাত্ত্বিকগণ দক্ষিণ ইরাকের একটি মন্দির-চূড়া আবিষ্কার করেন, যার মধ্যে একটি চোঙায় ‘উর’ নামটি ক্ষোদিত করা ছিল । পরবর্তীকালে জানা যায় যে, উর একটি সমৃদ্ধিশালী নগরী ও উন্নত সভ্যতার দাবিদার । ঐ শহরের পরিচিতি হারিয়ে গিয়েছিল, কেবলমাত্র বাইবেল নামটিকে সংরক্ষিত রেখেছিল--তাপর প্রত্নবৈজ্ঞানিকদের কোদাল তার যথার্থতা প্রমাণ করে । বাইবেলের প্রামাণিকতা নিশ্চিত করতে প্রত্নতাত্ত্বিক নির্দশনের অন্যতর একটি উদাহরণ হচ্ছে উর নগর ।

৩. বাইবেলের ভবিষ্যদ্বাণীর হুবহু সাফল্য দেখিয়েছে যে আপনি বাইবেল বিশ্বাস করতে পারেন । বিষয়ক শাস্ত্রীয় অনেক বিখাত ভবিষ্যদ্বাণী আমাদের চেখের সামনেই সফল হচ্ছে । আগামী কয়েকটি পাঠে আমরা এইরকম উদ্দীপক কিছু ভাববাণীর পরীক্ষা করব ।

৫। বাইবেল কীভাবে বুঝতে হবে

ঈশ্বরের বাক্য অনুসন্ধান কলে এই নীতিগুলি মনে রাখবেন :

১. প্রার্থনাশীল হৃদয়ের সঙ্গে বাইবেল পাঠ করুন । প্রার্থনার মাধ্যমে মন-প্রাণ খুলে শাস্ত্রের অধ্যয়ন শুরু করেন সেটা যীশুর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগে পর্যবসিত হয় (যোহন ১৬.১৩-১৪) ।

২. প্রতিদিন বাইবেল পড়ুন । দৈনন্দিন বাইবেল পাঠ আমাদের জীবনের মূলশক্তি, ঈশ্বরের মনের সঙ্গে সম্মেলন ।

৩. পড়ার সময় বাইবেল নিজের বিষয়ে কথা বলুক । প্রশ্ন করুন বাইবেল লেখক কি বলতে চান ? একটি পদের অর্থ অনুভব করে আমরা বুদ্ধিপূর্বক আমাদের জীবনে আজই তা প্রয়োগ করতে পারি ।

৪. বিষয়ভিত্তিক বাইবেল পাঠ করুন । এক পদের সঙ্গে অন্য পদের তুলনা করুন। নিজের মশীহত্বের প্রমাণ দেখাতে যীশু স্বয়ং এই পদ্ধতির ব্যবহার করতেন ।

‘‘এর পরে তিনি মোশির এবং সমস্ত ভাববাদীদের লেখা থেকে আরম্ভ করে গোটা পবিত্র শাস্ত্রের মধ্যে তাঁর নিজের বিষয়ে যা যা লেখা আছে, সবই তাদের বুঝিয়ে বললেন ।’’ লুক ২৪ : ২৭

কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ের উপর বাইবেলের সমস্ত উক্তি একত্র করলে একটি দৃঢ় তত্ত্ব অনুভূত হয়।

৫. খ্রিস্টের উদ্দেশ্যে জীবন ধারণ করার শক্তি লাভ করতে বাইবেল অধ্যয়ন করুন। ইব্রীয় ৪:১২ পদে ঈশ্বরের বাক্যকে তীক্ষ্ণ ওদুদিকে ধারালো খড়্গের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে । কাগজে লেখা শব্দভান্ডারের চেয়ে উন্নত এই বাক্য । পাপের প্রতিপ্রলোভনকে জয় করতে এই বাক্য আমাদের হাতে অস্ত্রস্বরূপ ।

৬।

''তোমার (ঈশ্বরের) বাক্যসমূহের বিকাশ আলোক প্রদান করে, আর সরলদের বুদ্ধিমান করে ।'' --গীত ১১৯ : ১৩০

বাইবেল অধ্যয়ন করলে আপনার ''বুদ্ধি'' সরল হবে, আপনি ধ্বংসাত্মক অভ্যাসগুলি জয় করবেন এবং দৈহিক, মানসিক, নৈতিক ও আত্মিক যোগ্যতা লাভ করবেন ।

বাইবেল হৃদয়ে কথা বলে । এতে মানুষের অভিজ্ঞতা আছে--জন্ম, প্রেম, বিবাহ, পিতৃত্ব এবং মৃত্যু । মানব চরিত্রে পাপ ও তার দুর্দশা থেকে উৎপন্ন গভীর ক্ষতকে বাইবেল নিরাময় করে ।

ঈশ্বরের বাক্য একটি সীমিত গোষ্ঠী, যুগ, জাতি বা কৃষ্টির জন্য রচিত নয় । প্রাচ্যে লেখা হলেও পাশ্চাত্যের নরনারীর জন্য এতে আবেদন আছে । দরিদ্রের কুটির থেকে ধনীর প্রাসাদ পর্যন্ত এর অবাধ গতি । শিশুরা এর উদ্দীপ্ত কাহিনীগুলি ভালোবাসে, এর নায়কগণ যুবকদের অনুপ্রেরণা দেন । পীড়িত, নিঃসঙ্গ এবং বয়স্ক লোকেরা এই বইটিতে উন্নত জীবনধারার আশ্বাস ও প্রত্যাশা লাভ করেন ।

ঈশ্বর বাইবেলের মাধ্যমে কাজ করেন বলে এর শক্ত অসীম, সমুদয় মানবিক ভাবাবেগের বিপরীত পাষাণ হৃদয়কে বাইবেল চূর্ণ করে তাকে কোমল ভালোবাসায় ভরিয়ে তোলে । আমরা দেখেছি একজন কুখ্যাত ডাকাত ও আফিমখোরকে পরিবর্তন করে বাইবেল তাকে উদ্যোগী প্রচারক তৈরি করেছে । আমরা দেখেছি একজন মিথ্যাবাদী ও প্রতারককে বাইবেল একজন সৎ ও সুযোগ্য শিক্ষক পরিণত করেছে । এবং আমরা দেখেছি যে, এই বইটি আত্মহত্যার মুখোমুখী মানুষকে টেনে এনে প্রত্যাশাময় জীবনের সন্ধান দেখিয়েছে । শত্রুর হৃদয়েও বাইবেল জাগ্রত করে প্রেম । এই বই গর্বিতকে বিনম্র করে এবং স্বার্থপরকে করে উদার । এ আমাদের দুর্বলতায় শক্তি, বিষাদে আনন্দ, দুঃখে সন্ত্বনা, অনিশ্চয়তায় পথনির্দেশ ও ক্লেশের অবসান । এ বই আমাদের সাহসের সঙ্গে বাঁচতে ও নির্ভীকতায় মৃত্যুবরণ করতে শেখায় ।
ঈশ্বরের বই বাইবেল আপনার জীবনধারা বদলে দিতে পারে । আবিষ্কার গাইডগুলি অনুশীলনের ধারা অব্যাহত রাখলে আপনার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে উঠবে ।

কেন আমাদের জানে বাইবেল লিখিত হয় ? যীশুর উত্তর :

''কিন্তু এইসব লেখা হল যাতে তোমরা বিশ্বাস করো যে, যীশুই মশীহ, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করে যেন তাঁর মধ্য দিয়ে জীবন পাও ।'' - যোহন ২০ : ৩১

আমাদের পবিত্র বাইবেলের সঙ্গে সম্যক পরিচিতি রাখার মহত্তম যুক্তি হচ্ছে, যীশুখ্রিস্ট ও অনন্ত জীবনের নিশ্চয়তা জ্ঞাপক তত্ত্বসম্ভারে বইটি পরিপূর্ণ । বাইবলের মধ্য দিয়ে যীশুর প্রতি দৃষ্টিপাতের ফলে আমরা পরিবর্তিত হই এবং তাঁর সাদৃশ্যে নিজেদের গড়ে তুলি । সুতরাং যীশুর সাদৃশ্যে নিজেকে গড়ে নিতে ঈশ্বরের বাক্যের ক্ষমতা আবিষ্কার করতে আপনি এখনই কেন নিজেকে নিয়োজিত করছেন না ?

আমরা বাইবেল বিশ্বাস করতে পারি উওর পত্র - ২

২ নং আবিষ্কার গাইডটি সম্পূর্ণ পড়ার পর উওরপত্র পূর্ণ করিতে হবে । যখন নীচের প্রশ্নগুলির উওর দেবেন, সঠিক উওর পেতে আবার আপনাকে আবিষ্কার গাইড ২ দেখতে হবে । উওর খুঁজে পেলে তা আপনার মনে গেঁথে থাকবে । আপনার উওরপত্রের প্রশ্নের সংখ্যা আর আবিষ্কার গাইডের যে পর্বে উওরটি আছে তার সংখ্যা হুবহু এক ।

২ নং আবিষ্কার গাইডের প্রতিটি পর্ব বাঁদিকের সংখ্যা অনুযায়ী পাঠ করে সত্য মন্তব্যের জন্যে 'স' অক্ষরটিতে ও মিথ্যা মন্তব্যের জন্য 'মি' অক্ষরটিতে ঘ চিহ্ন দিন ।

১. স মি পাপ এই জগতে আসার আগে ঈশ্বর আদম ও হবার সঙ্গে
   স মি এই জগতে পাপ আসার পরে ঈশ্বর ভাববাদিগণের মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে কথা বলতেন ।

২. স মি ভাববাদিগণের মাধ্যমে কথিত বার্তা একটি পুস্তকে সংকলিত হয়, পুস্তকটিকে আমরা বাইবেল বলি ।
   স মি যে ভাববাদিগণ বাইবেল লিখেছিলেন তাঁরা ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা পরিচালিত ।
   স মি বাইবেলের কয়েকটি অংশ মাত্র ঈশ্বরের আত্মা দ্বারা অনুপ্রাণিত ।
   স মি খুব পুরাতন বই বলে বাইবেলের এত শক্তি ।

৩. স মি বাইবেল ২০০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে রচিত।
   স মি বাইবেলের ঐক্য প্রমাণ দেয় যে, এর সমস্ত লেখক ভাববাদিগণকে ঈশ্বর অনুপ্রাণিত করেছিলেন ।

৪. স মি বাইবেলের ইতিহাস সঠিক নয় ।
   স মি বাইবেলের সফল ভাববাণীগুলি বাইবেলের সত্যতার প্রমাণ ।

৫. ২ নং আবিষ্কার গাইডের ৫ম পর্ব পাঠ করুন, তারপর চারটি সঠিক মন্তব্যের আগে ঃ চিহ্ন দিন ।
   _____ বাইবেল বুঝতে আমাদেরকে প্রার্থনা সহকারে এর অধ্যয়ন করতে হবে ।